রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ১৭, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

(উপজেলা-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ আষাঢ় ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.৪৪৫.২০১৫-৯৮৫—যেহেতু, জনাব মনিরুজ্জামান মিন্টু, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তালতলী, বরগুনা এর বিরুদ্ধে (১) তালতলী উপজেলার বড়বগী ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর অফিস সহকারী জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন মধুকে মারধর ও লাঞ্ছিত করা (২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তালতলী জনাব কাজী তোফায়েল হোসেন, তালতলী সিনিয়র মাদ্রাসার দপ্তরী জনাব মোঃ শাহাজাহান মিয়া, আরডিএফ এর চেয়ারম্যান জনাব উসিত মং-কে মারধর ও লাঞ্ছিত করা (৩) ছোট অংকজানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব সুন্দর আলী, তালতলী পাড়ার শাহাজাহান চৌধুরী, তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব কমলেস ও এসআই আঃ খালেক এবং তালতলী এলাকার রাসেল-কে মারধর ও লাঞ্ছিত করা (৪) তালতলী বন্দরে ওয়াপদা ও পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ৩ একর জমি বে-আইনীভাবে দখল করে হাওলাদার স'মিল স্থাপন এবং সরকারি গাছ বে-আইনীভাবে কেটে উক্ত স'মিলে নিয়ে কর্তন ও ব্যবহার করা (৫) রাখাইন খে মং এর জমি দখলের জন্য তাকে মারধর ও লাঞ্ছিত করা (৬) টিউবওয়েল বরাদ্দের নামে এলাকার দুই শতাধিক লোকের কাছ থেকে ১৫-২০ হাজার করে টাকা নেয়ার অভিযোগের সত্যতা বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল এর তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

মূল্য : টাকা ৪.০০

যেহেতু, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ধারা ১৩(১)(গ) এর অপরাধে একই আইনের ধারা ১৩(২) অনুযায়ী কারণ দর্শানোর নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে দাখিলকৃত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ অস্বীকার করলে অভিযোগসমূহের প্রকৃতি গুরুতর হওয়ায় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে উল্লিখিত বক্তব্যের স্বপক্ষে তথ্য প্রমাণাদিসহ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য তাকে অনুরোধ করা হয়। তিনি বক্তব্যের স্বপক্ষে তথ্য প্রমাণাদিসহ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান না করায় পুনরায় তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয়বার বক্তব্য শুনানীতে তিনি জবাব দাখিল করলেও জবাবের স্বপক্ষে তথ্য প্রমাণাদিসহ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মনিরুজ্জামান মিন্টুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল নিজে তদন্ত করেন। তদন্তে ১৬টি অভিযোগের ১৫টি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল এর নিকট মোট ৩১ জন সাক্ষী অভিযোগের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তালতলী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এর বিরুদ্ধে যেসমস্ত ব্যক্তিকে মারধর ও লাঞ্ছিত করার অভিযোগ আনা হয়েছে তদন্তকালে সেসব ব্যক্তি বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল এর নিকট সাক্ষ্য প্রদান করেছেন এবং উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান তাদেরকে মারধর ও লাঞ্ছিত করেছেন মর্মে জবানবন্দি দিয়েছেন। উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় জনাব মনিরুজ্জামান মিন্টু বর্ণিত কাজ করেছেন যা অত্যন্ত গর্হিত এবং একজন দায়িত্ববান নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির জন্য কোনভাবেই কাম্য নয়। বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন), আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(১)(গ) ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, তাঁর এহেন কর্মকাণ্ডে তিনি উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ধারা ১৩(১)(গ) অনুযায়ী অসদাচরণ, দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, সেহেতু সরকার জনস্বার্থে তাঁকে স্বীয় পদ হতে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

এমতাবস্থায়, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ধারা ১৩(২) অনুসারে বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মনিরুজ্জামান মিন্টুকে উক্ত উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এর পদ হতে অপসারণ করা হলো।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আনজুমান আরা
উপসচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd